

বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা না করা নিয়ে সরকার দ্বিধাবিভক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

উত্তরাঞ্চলে 'বাংলা ভাই'-এর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করার প্রশ্নে সরকার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চ পর্যায়ের একাধিক সূত্রে কথা বলে জানা গেছে, এই দ্বিধাবিভক্তির কারণে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'র অপারেশন কমান্ডার সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশটি বুলে আছে।

সরকারের একাংশের মত হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার কাজ পুলিশ বাহিনীর। এটা অন্য কোনো সংগঠন করলে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কথিত বাংলা ভাই যা করছে, তা বেআইনি। সরকারের অপর অংশ এ মতের বিরোধিতা করছে।

গত ১৫ মে সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে বৈঠকে সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়। বৈঠকে সুরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান। কিন্তু ওই নির্দেশের এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও তা কার্যকর হয়নি। সুরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের মহাপরিদর্শকের দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ নিয়ে সরকারের ভেতরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে নির্দেশটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, তারা নিরুপায়। গ্রেপ্তারের নির্দেশ এবং গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দুটোই তারা পেয়েছেন। ফলে তারা উভয় সংকটে পড়েছেন।

একাধিক সূত্র জানায়, সুরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশের পরপরই রাজশাহী বিভাগের বেশ কয়েকজন সাংসদ, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজশাহী অঞ্চলে সর্বহারাদের উৎপাত ও সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এমন অভিযোগও করেছেন, সর্বহারা দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ জাগ্রত মুসলিম জনতাসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সর্বহারা নির্মূলে অভিযান চালিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করছে। তাই এ রকম অবস্থায় স্থানীয় মানুষকে যদি দমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সর্বহারাদের আবার উত্থান হবে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে ভূমি উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার দুল্লু গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, তার জেলা ও নির্বাচনী এলাকায় সর্বহারাদের কোনো তৎপরতা ও কথিত বাংলা ভাইয়ের অস্তিত্ব নেই। আমি নিজে বাংলা ভাই নামে কাউকে চিনি না। এটা সম্পূর্ণ অসত্য অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বিএনপিদলীয় একজন সিনিয়র সাংসদ নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বাংলা ভাইয়ের মতো বেআইনি তৎপরতাকে পুলিশ এখনো কেন বন্ধ করছে না, এটা রহস্যজনক। এভাবে চলতে থাকলে 'দেশে তালেবান আছে' - শেখ হাসিনার এ বক্তব্যই সত্য প্রমাণ হবে।

সরকারি দলের একজন নবীন সাংসদ আক্ষেপ করে বলেন, সর্বহারা ও সন্ত্রাসী ধরার কাজ পুলিশ তথা সরকারের। এ কাজ যদি কথিত বাংলা ভাইদের করতে হয়, তাহলে সরকারের দরকার কি? বাংলা ভাইয়ের বেআইনি কাজ কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মানুষকে মেরে লাশ উপড় করে গাছে ঝুলিয়ে রাখবে, তাহলে সরকার ও আইন কোথায় গেল?